High Level Appraisal of Improving Research Qualities of NARS by External Panel of Experts শীর্ষক কর্মশালার কার্যবিবরণী

বিএআরসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Improving Research Qualities of ARIs through Review and Evaluation by an External Panel of Experts" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় High Level Appraisal of Improving Research Qualities of NARS by External Panel of Experts শীর্ষক কর্মশালা গত ৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় সভাকক্ষ ২, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সম্মানিত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আবু জুবাইর হোসেন বাবলু, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়। সভাপতিত্ব করেন ড. নাজমুন নাহার করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি। বিশেষজ্ঞ প্যানেল এর চেয়ারম্যান ড. জহুরুল করিম, সাবেক সচিব ও সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ প্যানেল এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'ক' তফসিলভুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকবৃন্দ; বিএআরসি'র সদস্য পরিচালকবৃন্দ; কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক, কেজিএফ এর নির্বাহী পরিচালক, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থার পরিচালক, উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। ড. মো: আবদুছ ছালাম, সদস্য পরিচালক (শস্য) এবং সদস্য সচিব, ইনষ্টিটিউট বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ প্যানেল স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। স্বাগত বক্তব্যে ড. ছালাম বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠনের প্রেক্ষাপট এবং কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। অত:পর বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন।

প্রথমে ড. জহুরুল করিম, চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ প্যানেল কৃষি গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি এদেশের সামগ্রিক GDP'র প্রবৃদ্ধিতে কৃষি গবেষণার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। ড. জহুরুল করিম বলেন, প্রতিটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনাসহ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দরকার। তিনি বিএআরসির সক্ষমতা উন্নয়নসহ বিএআরসি অ্যাক্ট-২০১২ অনুযায়ী একটি অভ্যন্তরীন বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। অত:পর 'Issues on Institutional Management' বিষয়ে ড. ওয়ায়েস কবির, সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এবং সদস্য, বিশেষজ্ঞ প্যানেল তাঁর উপস্থাপনায় বলেন, নার্স ইনস্টিটিউটসমূহের আইন এবং বিধিবিধান সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো আলাদা। প্রতিটি গবেষণা প্রতিষ্টানের আইনগত কাঠামোতে বিজ্ঞানীদের দক্ষতা উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তব পর্যায়ে তা কার্যকর হয়নি। বিজ্ঞানীদের নিয়োগ এবং দক্ষতা উন্নয়নসহ সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে বিশেষজ্ঞ প্যানেল কর্তৃক একটি Unified Service প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সেটি বিএআরসি'র মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি Unified Service প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের নিরিখে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন।

'Research Management & Assessment' এর বিস্তারিত উপস্থাপনা তুলে ধরেন সাবেক প্রফেসর ড. আব্দুল হামিদ, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সদস্য, বিশেষজ্ঞ প্যানেল। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ উচ্চ ফলনশীল, টেকসই এবং কৃষক কর্তৃক গৃহীত হতে হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ফসল গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রয়োজন ব্যবসায়িক অবকাঠামো ও সহায়ক নীতি, যাতে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত এবং কৃষকদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথভাবে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন ও বিতরণে অংশ নিতে পারে। তিনি পাট, পাট প্রক্রিয়াকরণ এবং আখ বিষয়ক গবেষণা জোরদারকরণের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, আখ উৎপাদন সম্পর্কিত প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণ প্রয়োজন। আখ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশের চিনিকলে আখের চাহিদা বৃদ্ধি করা, চিনিকলগুলো আধুনিকায়ন এবং সচল হওয়া দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। আখ ও পাট চাষের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা এবং দেশে আখ ও চিনি শিল্প টিকিয়ে রাখার উপায় নিয়ে দুটি পৃথক নীতিপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন।

'Policy Research in the NARS Institutes' বিষয়ে ড. শহীদুর রহমান ভূঁইয়া, সদস্য, বিশেষজ্ঞ প্যানেল এবং সাবেক সিনিয়র পলিসি এডভাইজার, USAID উপস্থাপনা করেন। কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব ম্যান্ডেট অনুযায়ী পলিসি রিসার্চ বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি পলিসি গবেষণায় উৎপাদনের পাশাপাশি বিপণন ও ব্যবসায়িক সুযোগের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী বলে মন্তব্য করেন।

অত:পর ড. নাজমুন নাহার করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি উন্মুক্ত আলোচনায় সকলকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ড. মো. মাহফুজ বাজ্জাজ, পরিচালক, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর বলেন যে, বিডব্লিউএমআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতসমূহের বীজ কৃষক পর্যায়ে পৌছানোর লক্ষ্যে বিএডিসি কর্তৃক পর্যাপ্ত বীজ উৎপাদন প্রয়োজন।

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর গাজীপুর বলেন, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কার্যক্রম ক্যাডার সার্ভিস এর আদলে হওয়া প্রয়োজন। ড. মোঃ ছায়ফুল্লাহ, সদস্য পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ) বলেন, বিএআরসি হলো বিধিবদ্ধ সংস্থা। কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরি আকর্ষনীয় করতে হলে পদোন্নতি নিশ্চিতকরণ এবং চাকুরি শেষে পেনশন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পরিচালক, কৃষি বিপনন অধিদপ্তর বলেন যে, গবেষণা প্রতিতষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ট্রেড, পলিসি, মার্কেটিং এবং পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজিগুলো সম্প্রসারণ কার্যক্রমে কৃষি বিপনন অধিদপ্তরকে সম্পৃক্তকরণ করা প্রয়োজন।

পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ উইং), বারি বলেন যে, প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণের জন্য বিশেষজ্ঞ প্যানেল কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশগুলো Prioritize করতে হবে। তিনি NARS প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণে বিএআরসিকে শক্তিশালী হতে হবে বলে মন্তব্য করেন। ড. মোঃ মনোয়ার করিম খান, সিনিয়র স্পেশালিষ্ট (জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সম্পদ), কেজিএফ বলেন, মাটির স্বাস্থের দিকে নজর দিতে হবে। তিনি চর, পাহাড়ি, হাওড় ও উপকূলবর্তী এলাকা চাষের আওতায় এনে কৃষি জমি বাড়ানো সম্ভব বলে মন্তব্য করেন। তিনি বিজ্ঞানীদের ক্যাডার সার্ভিসের আদলে সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

বিশেষ অতিথি জনাব মো: আবু জুবাইর হোসেন বাবলু, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, শস্যের জাতের গবেষণা ট্রায়াল ও কৃষকের মাঠে ফলনের পার্থক্য যাতে কম হয় সেদিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। তিনি মাটির স্বাস্থ্য, সারের পরিমিত ব্যবহার, পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধান অতিথি ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বিশেষজ্ঞ প্যানেল এর কাজের প্রশংসা করে তাঁদের কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানান। তিনি বিশেষজ্ঞ প্যানেলকে তাঁদের কার্যক্রম চলমান রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ প্যানেল এর কার্যপরিধি সংশোধন করা যেতে পারে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বিশেষজ্ঞ প্যানেল সদস্যবৃন্দকে নিয়ে বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক সভা করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি কৃষকের চাহিদাভিত্তিক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বিষয়ে জোর দেন। তিনি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রযুক্তির তালিকা করতে বলেন। তিনি মৌলিক গবেষণার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় দরকার বলে মন্তব্য করেন। তিনি বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্যবৃন্দদের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে চান মর্মে উল্লেখ্য করেন। তিনি হাইব্রিড ধান ও সবজির বিষয়ে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে Rules Regulation এ আনতে হবে বলে মন্তব্য করেন। তিনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতসমূহের IPR (Intellectual Property Right) থাকার বিষয়ে জোর দেন।

সভাপতির বক্তব্যে নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি বলেন, বিশেষজ্ঞ প্যানেল ইতোমধ্যে কার্যপরিধি অনুযায়ী ৬ টি ইনস্টিটিউট এবং এগুলোর সদর দপ্তরের বাইরের বিভাগ, কেন্দ্র, উপকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। এছাড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিগত পাঁচ বছরে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের কৃষক কর্তৃক এডপসন হার এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের করণীয়

বিষয়ে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন এবং প্রতিবেদনগুলো তাঁরা বিএআরসিতে দাখিল করেছেন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বিশেষজ্ঞ প্যানেলকে তাঁদের কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানান।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১। পাট এবং আখের উপর বিশেষজ্ঞ প্যানেল কর্তৃক প্রণয়নকৃত পলিসি পেপার চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত আন্ত: মন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করা এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্যানেল কর্তৃক Background Policy document প্রদান করা;

২। Institutional Legal Uniformity Needs এবং Unified Service প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে একটি সভা আয়োজন করা;

৩। গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ও এলাকাভিত্তিক সম্প্রসারিত প্রযুক্তিসমূহের Impact Study করা;

৪। হাইব্রিড ফসলের জন্য একটি SOP করা;

পরিশেষে আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. নাজমুন নাহার করিম)
নির্বাহী চেয়ারম্যান (রু.দা)
বিএআরসি, ঢাকা।